NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ উত্তর দমদমে গ্যাং ওয়ারে খুন এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী

তৈরি ঘূর্ণাবর্ত, দুই বঙ্গে বাড়ছে বৃষ্টি ৩

কলকাতা ১৪ জুলাই ২০২৬ ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.07.2026, Vol. 20 Issue No. 34, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

গতকালের ফলাফল

আজকের খেলা

ফ্রান্স বনাম স্পেন

(ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০ মিনিটে)

ধৃত ছেলে, এবার পালা নির্মলের ?

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসা এবং লটারির এক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ধৃত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষ ওরফে পুচি। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পানিহাটি কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন ধৃত তীর্থঙ্কর। রাজ্যে পালাবদল হতেই অন্যত্র গা ঢাকা দিয়েছিলেন ধৃত এই তৃণমূল নেতা। সোমবার ভোর রাতে দক্ষিণেশ্বর থেকে তাঁকে খড়দহ থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের বিরুদ্ধে তোলাবাজি, হুমকি, লটারির টিকিট হাতিয়ে নেওয়া-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে তীর্থঙ্কর গ্রেপ্তার হতেই থানার সামনে উল্লাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মীরা। তাঁরা ঢাক, ঢোল পিটিয়ে আনন্দে গা ভাসান। পাশাপাশি চোর চোর স্লোগান তোলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। প্রসঙ্গত, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের তীরবর্তী এক পানশালার মালিক প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ ঘনিষ্ঠ সুশান্ত সরকারের গাড়ির চালক ছিলেন হুগলির বাসিন্দা পার্থ সরকার। তিনি লটারিতে এক কোটি টাকা জেতেন। এটা জানতে পেরে প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে গাড়ি চালককে আনেন সুশান্ত। অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এবং মারধোর করে তাঁর কাছ থেকে এক কোটি টাকার লটারির টিকিট কেড়ে নেওয়া হয়। রাজ্যে পালাবদল হতেই পেশায় গাড়ি চালক পার্থ সরকার প্রাক্তন বিধায়ক পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষ এবং সুশান্ত সরকারের বিরুদ্ধে খড়দহ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকদিন আগেই গ্রেপ্তার হন সুশান্ত সরকার। অবশেষে সোমবার ভোরে পুলিশের জালে প্রাক্তন বিধায়ক পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিজেপি নেতা জয় সাহার অভিযোগ, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর গোটা পানিহাটি জুড়ে তাণ্ডব চালানো হয়েছিল।

৬০ রথযাত্রাকে পাঁচ লক্ষ করে অনুদানে রাজ্য

রাজ্যের রথযাত্রাকে এবার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে জুড়লেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নিজস্ব প্রতিবেদন: রথযাত্রাকে ঘিরে রাজ্যে প্রথমবার সরকারি উদ্যোগে বিস্তৃত সহায়তা কর্মসূচির সূচনা হল। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্নে রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত সমন্বয় বৈঠকে, রাজ্যের প্রায় ৬০টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সূচনা করেন। পাশাপাশি ৭৫টি গুরুত্বপূর্ণ রথযাত্রা ও মেলায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সেবাকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'বিকাশ ভি হোগা, বিরাসত ভি হোগা' নীতিকে সামনে রেখেই রাজ্য সরকার উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণে জোর দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এতদিন সরকারি ভূমিকা মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এবার প্রথমবার রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে রথযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। ৭৫টি রথযাত্রা কেন্দ্রে সেবাকেন্দ্র খোলা হবে। সেখানে পানীয় জল, ওআরএস, প্রাথমিক চিকিৎসা, বিশ্রামের ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা মিলবে। এই কাজে জেলা প্রশাসন, পুলিশ, পুরসভা ও সংশ্লিষ্ট রথযাত্রা কমিটিগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে।

তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৬০টি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। পুরনো কাঠের রথের সংরক্ষণ ও সংস্কারের কাজে এই অর্থ ব্যবহার করার আবেদনও জানান তিনি। তালিকায় কোনও ত্রুটি থাকলে ভবিষ্যতে তা সংশোধন করা হবে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গ শুধু সাংস্কৃতিক নয়, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যেরও অন্যতম কেন্দ্র। মাহেশ, মহিষাদল থেকে শুরু করে কোচবিহার, কাকদ্বীপ, দার্জিলিং ও দীঘা;রাজ্যের বহু শতাধীপ্রাচীন রথযাত্রা এই ঐতিহ্যেরই অংশ।

শ্রাবণী মেলার সূচনায় শুভেন্দু, বিশেষ ব্যবস্থাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রাবণী মেলার জন্য এবার ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য সরকার। আজ তারকেশ্বর ধাম থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রাবণী মেলার সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত সমন্বয় বৈঠকে নিজেই এ কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এতদিন এই ধরনের ধর্মীয় আয়োজনগুলিতে সরকারি উদ্যোগ সীমিত থাকলেও এবার প্রথমবার শ্রাবণী মেলাকে ঘিরে বৃহৎ পরিসরে পরিষেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্যাওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথে প্রতি পাঁচ কিলোমিটার অন্তর সেবাকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। সেখানে পানীয় জল, ওআরএস, প্রাথমিক চিকিৎসা, বিশ্রামের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাবেন জলযাত্রীরা।

শুধু তারকেশ্বরই নয়, উত্তরবঙ্গের জল্পেশ মন্দির এবং ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন জয়ন্তী এলাকাকেও শ্রাবণী মেলার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই তিনটি এলাকায় পুলিশ সহায়তা শিবির, অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র, বিশ্রামাগার এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তারকেশ্বর ধামের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রায় ১৫ কোটি টাকার প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান শুভেন্দু। তাঁর কথায়, বাবা তারকনাথের ধামকে আরও উন্নত ও ভক্তবান্ধব করে তুলতে এই অর্থ ব্যয় করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার সরকারি হেলিকপ্টার থেকে তারকেশ্বরগামী জলযাত্রীদের উপর পুষ্পবৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর দাবি, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মীয় যাত্রাকে সরকার যেভাবে সহযোগিতা করে, পশ্চিমবঙ্গেও সেই ধারা শুরু করতে চায় বর্তমান সরকার।

মঙ্গলবার তারকেশ্বরে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রাবণী মেলার সূচনা হবে। প্রশাসনের আশা, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে এ বছরের প্রস্তুতি আগের তুলনায় আরও সুসংহত হবে।

ফৌজদারি মামলায় টানা ৩০ দিন হেপাজতে থাকলে

মন্ত্রিত্ব থেকে সরানোয় সায় নেই জেপিসির, সুপারিশ সাসপেন্ডের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই: ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীদের অপসারণ সংক্রান্ত বিল এনেছিল কেন্দ্র। সেখানে বলা হয়েছিল, টানা ৩০ দিন হেপাজতে থাকলেই তাঁদের অপসারিত করা হবে। ওই বিলের পর্যালোচনার জন্য যে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠন করা হয়েছিল। অবশেষে তারা রিপোর্ট চূড়ান্ত করেছে। সেখানে জেপিসি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, মন্ত্রিত্ব থেকে আপসারণে সায় নেই তাদের। পরিবর্তে তারা সাসপেন্ডের সুপারিশ করেছে।

উল্লেখ্য, গত বছর অগস্টে সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষদিন লোকসভায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসন (সংশোধনী) বিল ২০২৫, সংবিধান (১৩০ তম সংশোধনী) বিল ২০২৫ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্বিন্যাস (সংশোধনী) বিল ২০২৫। ওই বিলগুলি মূলত সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে আনা। গুরুতর অপরাধের সঙ্গে জড়িত কোনও মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী নিজের পদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচ না পান, সেটাই নিশ্চিত করা হবে ওই বিলে। প্রস্তাবিত ওই বিলে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীপদে আসীন অবস্থায় কেউ যদি গুরুতর অপরাধে ৩০ দিনের বেশি জেলে থাকেন তাহলে তাঁকে পদ থেকে অপসারণ করা হবে।

সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, 'দাগি' প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীদের গদি কাড়ার বিলে সায় দেয়নি জেপিসি। কিন্তু মন্ত্রীদের সাসপেন্ড করার প্রস্তাব দিয়েছে তারা। শুধু তাই নয়, সাসপেন্ড হওয়ার পরে যদি কোনও মন্ত্রী বেকসুর খালাস পেয়ে যান, তাহলে তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহারেরও সুপারিশ করেছে তারা। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই সংসদে রিপোর্ট জমা দেবে কমিটি। পিটিআইয়ের খবর অনুযায়ী, বিলে 'অপসারণ' শব্দের বদলে 'সাসপেন্ড' শব্দটি ব্যবহারের সুপারিশ করেছে কমিটি। পাশাপাশি, কোন অপরাধগুলিকে 'গুরুতর অপরাধ' বোঝানো হচ্ছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছে জেপিসি। তাদের মতে, যে অপরাধে ন্যূনতম পাঁচ বছর বা তার বেশি সময়ের কারাদণ্ডের সম্ভাবনা থাকে, সেগুলিকেই 'গুরুতর অপরাধ' হিসাবে গণ্য করা হবে। এ জন্য একটি পৃথক তালিকা তৈরি করার কথাও বলা হয়েছে। সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাতে দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করা যায়, তার জন্য ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট বা দ্রুত বিচার আদালতের ব্যবস্থা করারও সুপারিশ করেছে কমিটি।

রাজ্যসভার ভোটে পেশ মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যসভার উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন বিজেপি মনোনীত তিন প্রার্থী। সোমবার সকালে বিধানসভায় যান সুখেন্দুশেখর রায়, প্রকাশ চিক বরাইক এবং সুস্মিতা দেব। সেখানে মনোনয়নপত্র জমা দেন তাঁরা। তিন প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও।

তিন তৃণমূলত্যাগী প্রাক্তন সাংসদের বিজেপিতে যোগ দিয়ে রাতারাতি রাজ্যসভার টিকিট পেয়ে যাওয়া ঘিরে প্রশ্নও ওঠে বিভিন্ন মহলে। কারণ, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই শাসকদলের রাজ্য সভাপতি শমীক জানিয়েছিলেন, তৃণমূলের জন্য বিজেপির দরজা বন্ধ থাকবে। কোনও নেতাকে দলে নেওয়া হবে না। এ অবস্থায় তৃণমূলের তিন প্রাক্তন সাংসদের বিজেপিতে যোগদান একটি 'ব্যতিক্রমী ঘটনা' বলেও দাবি করেন শমীক। বিজেপির তিন প্রার্থীই কয়েক দিন আগে পর্যন্ত তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। জোড়াফুল শিবিরে ভাঙনপর্বের মাঝে তাঁরা সাংসদ পদে ইস্তফা দেন। একই সঙ্গে তৃণমূলও ছাড়েন তাঁরা। এর পরে গত বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে গিয়ে পদ্মশিবিরে যোগ দেন তৃণমূলত্যাগী তিন প্রাক্তন সাংসদ। তাঁদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন শমীক। তাঁদের যোগদানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যসভা উপনির্বাচনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে বিজেপি। প্রার্থী করা হয় তৃণমূলত্যাগী তিন প্রাক্তন সাংসদকে। সোমবার তিন প্রার্থী নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন।

অ্যাকাউন্ট ফ্রিজে ইডির বিরুদ্ধে মামলা কালীঘাট তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ সংক্রান্ত মামলায় নতুন মোড়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ নিয়ে ইডির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করল কালীঘাট তৃণমূল। কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার মূল বিতর্কের পাশাপাশি উঠে এল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্ন। কালীঘাট তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষে দোলা সেন এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন যে মামলা দায়ের করেছেন, সেই মামলা করার আইনি অধিকার তাঁদের রয়েছে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন তোলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আদালতে সংস্থার হয়ে সওয়াল করতে গিয়ে এই আপত্তি তোলেন আইনজীবী এসভি রাজু।

বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চে সোমবার সেই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। কোন এক্তিয়ারে কালীঘাট শিবির এই মামলা করেছে তাও এদিন জানতে চাওয়া হয়েছে। এমনকি, কালীঘাটের কাছে দলীয় সংবিধানও দেখতে চায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। ইডির আইনজীবী এসভি রাজু আদালতে জানতে চান, তৃণমূলের এই মামলার অনুমোদনপত্র কোথায় বা কার অনুমোদনের ভিত্তিতে তারা এই মামলা করেছে তা নিয়ে। শুনানি শুরু হওয়ার আগেই সেই অনুমোদনপত্র দেখতে চায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। মামলার শুনানির সময় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই একই বিষয়ে জানতে চান। একইসঙ্গে আদালতের এ প্রশ্নও ছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দোলা সেনের মামলা দায়ের করার বৈধ আইনি ক্ষমতা রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এই প্রশ্নের জবাবে রাজ্যের পক্ষের আইনজীবী কিশোর দত্ত আদালতকে জানান, দোলা সেন তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন। সেই কারণেই দলের হয়ে মামলা করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা নিয়ে কোনও অসঙ্গতি নেই বলে রাজ্যের দাবি।

এদিকে কালীঘাট তৃণমূলের হয়ে এই মামলার সওয়াল করেন আইনজীবী কিশোর দত্ত। তাঁর কাছে অনুমোদনের বিষয়টি জানতে চান বিচারপতি রাও। কিসের অধিকারের ভিত্তিতে এই মামলা করা হয়েছে, প্রশ্ন করা হয় তৃণমূলকে। এর পরেই দলের সংবিধান দেখতে চান ইডির আইনজীবী। তৃণমূলের তরফে তা নিয়ে আসার জন্য কিছুটা সময় চাওয়া হয়েছিল।

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর থেকেই ভাঙনে জেরবার তৃণমূল। এদিকে জয়ী বিধায়কেরা অধিকাংশই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়েছেন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পৃথক শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। দাবি করেছেন, তাঁরাই 'আসল তৃণমূল'। দলে মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃত্ব তাঁরা অস্বীকার করেন। দলের প্রতীক থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সবেতেই নিজেদের অধিকার দাবি করেছে ঋতব্রত শিবির। এই পরিস্থিতিতে কয়েকশো কোটি টাকা-সহ তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়। তার বিরুদ্ধেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কালীঘাট।

রাজ্যে কার্যকর হল গুন্ডাদমন আইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রুখতে বহুল আলোচিত 'গুন্ডা দমন আইন' সোমবার থেকে কার্যকর হল। নতুন আইনের আওতায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বা জনশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করার ক্ষমতা পেল রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে দাঙ্গা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বা সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি নষ্টের ঘটনায় অভিযুক্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিপূরণ আদায়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গত ২৯ জুন বিধানসভায় পাশ হয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন' এবং 'পশ্চিমবঙ্গ মেনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার (সংশোধনী) আইন'। সোমবার থেকে এই দুই আইনের বিধান কার্যকর হয়েছে।

নতুন আইনে 'সমাজবিরোধী কার্যকলাপ'-এর সংজ্ঞাও স্পষ্ট করা হয়েছে। জনমনে আতঙ্ক, ভীতি বা নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি, জনশৃঙ্খলা ও জনশান্তি বিঘ্নিত করা, বৈধ ব্যবসা, পেশা বা জীবিকার স্বাভাবিক চর্চায় বাধা দেওয়া, বেআইনিভাবে কাউকে সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা কিংবা সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি; এসবই সমাজবিরোধী কার্যকলাপের আওতায় পড়বে। আইনে 'গুন্ডা' বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যিনি নিজে বা কোনও গোষ্ঠী, গ্যাং কিংবা সিন্ডিকেটের সদস্য বা নেতা হিসেবে নিয়মিত সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকেন, অথবা তাতে প্ররোচনা দেন, অর্থ জোগান বা অন্য কোনও ভাবে সহায়তা করেন।

আইন অনুযায়ী, পুলিশ সুপারের নীচে নয়, এমন পদমর্যাদার কোনও আধিকারিকের রিপোর্টের ভিত্তিতে যদি রাজ্য সরকার সন্তুষ্ট হয় যে কোনও ব্যক্তিকে আটক না করলে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ রোখা সম্ভব নয়, তা হলে তাকে আটক করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত ওই ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে।

তবে এই আটকের উপর নজরদারির জন্য এক বা একাধিক উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করবে রাজ্য সরকার। আটক হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলাটি বোর্ডের কাছে পাঠাতে হবে। বোর্ডকে নয় সপ্তাহের মধ্যে মতামত জানাতে হবে যে আটক রাখার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে কি না। বোর্ড যদি মনে করে আটক রাখার যথেষ্ট কারণ নেই, তা হলে অবিলম্বে ওই ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে হবে।

আইনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, উপদেষ্টা বোর্ডে শুনানির সময় আটক ব্যক্তির আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিত থাকার স্বয়ংক্রিয় অধিকার থাকছে না। বিষয়টি নিয়েই ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

অন্য দিকে, জনসম্পত্তি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ কিংবা দাঙ্গার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য 'ক্লেমস কমিশন' গঠনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কমিশন দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা ভোগ করবে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী অভিযুক্তদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে। শুধু প্রত্যক্ষ অভিযুক্তই নন, প্ররোচনাদাতা, অর্থের জোগানদাতা, সংগঠক এবং আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধেও একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে।

'দরকার ছিল', ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সোমবার থেকে কার্যকর হয়েছে যে 'গুন্ডাদমন আইন', তার প্রয়োজন ছিল। এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কাদের জন্য এই আইনের প্রয়োজন, তা-ও জানিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু জানিয়েছেন, 'কমিউনিস্ট হার্মাদ এবং তৃণমূলী গুন্ডাদের জধ' করার জন্যই এই আইনের প্রয়োজন ছিল। শুভেন্দু এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলেন, 'দরকার ছিল (আইনের)।' কেন দরকার, তা-ও ব্যাখ্যা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'রাজ্যে ১৫ বছর গুন্ডাদের সরকার ছিল। তার আগে হার্মাদদের সরকার ছিল। ৩৪ বছরের কমিউনিস্ট হার্মাদ এবং ১৫ বছরের তৃণমূলী গুন্ডা; এদের জধ করার জন্যই এই আইনের খুব প্রয়োজন ছিল।'

ফাইনালের টিকিটের লড়াইয়ে আজ ইউরোপীয় মহারণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ ভারতীয় সময় রাতে থমকে যাবে ফুটবল বিশ্ব। বিশ্বকাপের ফাইনালের দরজায় দাঁড়িয়ে ইউরোপের দুই মহারথী স্পেন ও ফ্রান্স নামছে এমন এক যুদ্ধে, যেখানে এক ভুলই ভেঙে দিতে পারে সোনালি স্বপ্ন। এই লড়াই ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের উত্তেজনা তুঙ্গে। দুই দলই কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়ে শেষ চারে পৌঁছেছে। তাই ফাইনালে ওঠার টিকিটের জন্য এই ম্যাচ যে রুদ্ধশ্বাস হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেন শক্তিশালী বেলজিয়ামকে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। শুরু থেকেই বলের দখল নিজেদের কাছে রেখে ছন্দময় পাসিং ফুটবল খেলেছে লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। ফাবিয়ান রুইজ প্রথমে দলকে এগিয়ে দিলেও বেলজিয়াম দ্রুত সমতা ফেরায়। তবে শেষ মুহূর্তে বদলি হিসেবে নেমে মিকেল মেরিনোর দুর্দান্ত গোলে জয়ের হাসি হাসে স্পেন। এই জয় দলটির আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্য দিকে, ফ্রান্সও কঠিন প্রতিপক্ষকে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছেছে। দিদিয়ের দেশঁর দল পুরো টুর্নামেন্ট জুড়েই শৃঙ্খলাবদ্ধ রক্ষণ ও দ্রুত পালটা আক্রমণের উপর ভরসা করেছে। বড় ম্যাচের চাপ সামলানোর অভিজ্ঞতা এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সুযোগ কাজে লাগানোর দক্ষতা ফরাসিদের অন্যতম শক্তি। দুই দলের মুখোমুখি ইতিহাসও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে স্পেন কিছুটা এগিয়ে থাকলেও ফ্রান্সও বহু স্মরণীয় জয় তুলে নিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য স্পেনের সাফল্য বেশি, বিশেষ করে ইউরো ২০২৪-এর সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে হারানোর স্মৃতি এখনও তাজা। ফলে ফরাসিদের কাছে এই ম্যাচ প্রতিশোধ নেওয়ারও সুযোগ।

স্পেনের মূল শক্তি তাদের মাঝমাঠ। রদ্রির নেতৃত্বে তারা খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিপক্ষকে ক্রমাগত চাপে রাখে। লামিনে ইয়ামাল, নিকো উইলিয়ামস, দানি ওলমো ও পেদ্রির মতো সৃজনশীল ফুটবলাররা আক্রমণে বৈচিত্র্য এনে দেন। তবে অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক মানসিকতার কারণে রক্ষণে ফাঁকা জায়গা তৈরি হওয়া স্পেনের বড় দুর্বলতা। দ্রুতগতির প্রতিআক্রমণের সামনে তারা মাঝে মাঝেই বিপাকে পড়ে। ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় ভরসা কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর গতি ও গোল করার ক্ষমতা যে কোনও রক্ষণভাগের জন্য বড় হুমকি। পাশাপাশি অভিজ্ঞ মিডফিল্ড ও শক্তিশালী ডিফেন্স ফরাসিদের ভারসাম্যপূর্ণ দল হিসেবে গড়ে তুলেছে। তবে বলের দখল দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে না পারা এবং মাঝেমধ্যে আক্রমণে ধার হারানো তাদের দুর্বলতা হতে পারে।

এই সেমিফাইনালের ফল অনেকটাই নির্ভর করবে মাঝমাঠের লড়াইয়ের উপর। স্পেন যদি নিজেদের স্বাভাবিক পাসিং ফুটবল খেলতে পারে, তবে তারা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে পারবে। অন্য দিকে, ফ্রান্স যদি দ্রুত পালটা আক্রমণের সুযোগ কাজে লাগায়, তা হলে ম্যাচের মোড় ঘুরে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যেই। গোটা ফুটবল বিশ্বের নজর এখন এই ইউরোপীয় মহারণের দিকে। দুই দলের তারকাসমৃদ্ধ স্কোয়াড এবং সাম্প্রতিক ফর্ম বিবেচনায় এক টানটান, উচ্চমানের লড়াই দেখার অপেক্ষায় সমর্থকরা।

ফের বিক্ষোভ

■ কাঠমাণ্ডু, ১৩ জুলাই ফের জেন জি বা তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভের আঁচে তপ্ত নেপাল। পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমশিম খেতে হচ্ছে বলেন্দ্র শাহের সরকারকে। এই বিক্ষোভের নেপথ্যে রয়েছে এক বাইকচালকের আত্মহত্যার ঘটনা। বৃহস্পতিবার কাঠমাণ্ডুর পাসপোর্ট অফিসের সামনে সরকারি জায়গায় বাইক রাখার জন্য ১০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় গণেশ নেপালি নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে। জরিমানা হিসাবে মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা দিতে না-পারার কথা জানালেও জোরজুলুম চালাতে থাকে কাঠমাণ্ডু মেট্রোপলিটন পুলিশ। তর্কাতর্কির মধ্যেই গায়ে পেট্রল ঢেকে আগুন জ্বালিয়ে দেন গণেশ। এরপরেই তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

আগুনে মৃত ২৭

■ ব্যাংকক, ১৩ জুলাই গভীররাতে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের পানশালায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় অন্তত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৬৩ জন। অগ্নিকাণ্ডের পর প্রাণে বাঁচতে পাবের শৌচালয়ে আশ্রয় নেন বেশিরভাগ মানুষ। সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছে বেশিরভাগ মৃতদেহ। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চার্নভিরাকুল। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। জানা গিয়েছে, রবিবার রাত ১১.৫৭ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে উত্তর ব্যাংককের না লাডপ্রাও নামের এক পাবে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলবাহিনী। ৩০ মিনিটের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে আনা হয় আগুন।